



104769 - “আমরা দোষখরে ভয়ে কথিবা জান্নাতরে লোভে আপনার ইবাদত করনি” এ উক্তরি
প্রত্যাখ্যান

প্রশ্ন

আমি অনুভব করছি যে, আমি জান্নাতরে লোভে ও জাহান্নামরে ভয়ে ইবাদত-বন্দগী করি; আল্লাহর ভালবাসা থেকে নয়
কথিবা নকেকাজরে ভালবাসা থেকে নয়। এর কারণ কি? এ রোগরে চিকিৎসার উপায় কি? আমি যে কোন ইবাদত শুধু আল্লাহর
ভালবাসা থেকে আদায় করতে চাই এবং নকেকাজকে ভালবাসে আদায় করতে চাই। সটো অর্জন করার উপায় কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সম্মানতি ভাই, আপনার এমন প্রশ্নরে উৎস হচ্ছো প্রসদিধ সো উক্তটি “আমরা আল্লাহর জাহান্নামরে ভয়ে কথিবা তাঁর
জান্নাতরে লোভে তাঁর ইবাদত করনি। বরং আল্লাহর ভালবাসা থেকে আমরা তাঁর ইবাদত করি! কটে কটে এ উক্তটিকি
অন্যভাবে উল্লেখ করে থাকনে। সো উক্তটির মর্মার্থ হল: যে ব্যক্তি আল্লাহর দোষখরে ভয়ে তার ইবাদত করে সটো
হচ্ছো- দাসরে ইবাদত। যে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাতরে লোভে তাঁর ইবাদত করে সটো হচ্ছো ব্যবসায়ীদরে ইবাদত। তারা দাবী
করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভালবাসা থেকে তাঁর ইবাদত করে সো হচ্ছো প্রকৃত আবদে (ইবাদতগুজার)!!

উক্ত ভাবটি প্রকাশ করার শব্দ বা ভাষা যটোই হোক না কনে এবং উক্তকিরক যনিহি হন না কনে- এটি ভুল। এটি পবতির
শরয়িতরে সাথে সাংঘর্ষকি। এর প্রমাণ হচ্ছো:

১. প্রিয় ভাই! ভালবাসা, ভয় ও আশা এগুলোর মধ্যে তটো কোন সংঘর্ষ নেই যে, আপনাকে শুধু আল্লাহর ভালবাসা থেকে তাঁর
ইবাদত করতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে ও আশা করে আল্লাহর ভালবাসা তার মধ্যে অনুপস্থতি থাকতে
হবে; বিষয়টি এমন নয়। বরং হতে পারে সো ব্যক্তি আল্লাহর ভালবাসার দাবীদার অনকেরে চয়ে আল্লাহকে বেশি ভালবাসে।

২. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতরে আকদি হচ্ছো- শরয়ি ইবাদত: মহব্বত ও সম্মানকে অন্তর্ভুক্ত করে। মহব্বত আশা
তরী করে; আর সম্মান ভয় তরী করে।



শাইখ মুহাম্মদ বনি ছালহে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

ইবাদত দুইটি মহান বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত: ভালবাসা ও সম্মান। আর এ দুইটি থেকে তৈরি হয়: “তারা সৎকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আর তারা আগ্রহ ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে ভীত-অবনত।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯০] সুতরাং ভালবাসার মাধ্যমে আগ্রহ তৈরি হয় এবং সম্মানের মাধ্যমে ভয়-ভীতি তৈরি হয়। এ কারণেই তো ইবাদত হচ্ছে- কতগুলো আদেশ ও নষিধে। নরিদশেগুলোর ভিত্তি হচ্ছে- আগ্রহের উপর এবং নরিদশেকারীর কাছে পটৌছার অভিপ্ৰায়ের উপর। আর নষিধেগুলোর ভিত্তি হচ্ছে- সম্মান করা ও এ সম্মানতি সত্যক ভয় করার উপর।

যদি আপনি আল্লাহকে ভালবাসেন তাহলে তাঁর কাছে যা আছে সটো পাওয়ার জন্য ও তাঁর কাছে পটৌছার জন্য আপনি আগ্রাহী হবেন, তাঁর কাছে পটৌছার রাস্তা সন্ধান করবেন এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর আনুগত্য পালন করবেন।

আর যদি আপনি আল্লাহকে সম্মান করেন: তাহলে আপনি তাঁকে ভয় করবেন, যখন কোন গুনাহ করার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগবে আপনি স্রষ্টির মহত্ত্ব অনুভব করে সে গুনাহ থেকে বরিত থাকবেন। “নশিচয় মহলিা তাকে আকাঙ্ক্ষা করছেলি এবং তিনিও মহলিককে আকাঙ্ক্ষা করতনে; যদি না তিনি স্বীয় রবেরে নদির্শন দেখতে পতেনে।”[সূরা ইউসূফ, আয়াত: ২৪] সুতরাং আপনি যদি কোন পাপকাজ করার মনস্থ করেন এবং আল্লাহকে আপনার সামনে ভবে ভয় পয়ে যান, ভীত হয়ে পড়নে ও পাপ থেকে দূরে সরে আসনে তাহলে এটি আপনার প্রতি আল্লাহর নয়োমত। যহেতু আপনি আগ্রহ ও ভয় দুটোর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতে পারলনে।[শাইখ উছাইমীনেরে ফতোয়াসমগ্র (৮/১৭, ১৮)]

৩. নবীগণ, আলমেসমাজ ও তাকওয়াবান লোকেরো ভয় ও আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করছেন এবং তাদের ইবাদতেরে মধ্যে আল্লাহর ভালবাসাও থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ তিনটির কোন একটিকে ধারণ করে আল্লাহর ইবাদত করবে সে বদিআতী; এ অবস্থা তাকে কুফুরীর দকিওে নিয়ে যতে পারে। ফরেশেতা, নবী ও নকেকার লোকদেরে দোয়াকালীন অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবেরে নকৈট্য় লাভেরে উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নকিটতর হতে পারে, আর তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তকি ভয় করে।”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৫৭] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “তারা সৎকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আর তারা আগ্রহ ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে ভীত-অবনত।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯০]

ইবনে জারীর তাবারী বলেন: “আগ্রহ” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- তারা তাঁর ইবাদত করত তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশা আগ্রহ নিয়ে। “ভীতির সাথে” অর্থাৎ তাঁর ইবাদত বর্জন ও নষিধে লঙ্ঘন করত না তাঁর শাস্তরি ভয়ে। আমরা যে তাফসরি করছি এ তাফসরি অপরাপর তাফসরিকারকগণ উল্লেখ করছেন।[তাফসরি তাবারী (১৮/৫২১)]

ইবনে কাছরি বলেন: “তারা সৎকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত” অর্থাৎ নকেকাজ ও ভালকাজে।



“আর তারা আগ্রহ ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত”। ছাওরী বলেন: অর্থাৎ আমার কাছে যা আছে সেটো পাওয়ার আগ্রহ নিয়ে এবং আমার কাছে আরও যা আছে সেটোকে ভয় করে।

“তারা ছলি আমার কাছে ভীত-অবনত”। ইবনে আব্বাস থেকে আলী বনি আবু তালহা বর্ণনা করেন যে: অর্থাৎ আল্লাহ যা নাযলি করছেন সেটোর উপর বিশ্বাস রাখেন। মুজাহিদি বলেন: প্রকৃত ঈমানদার হয়ে। আবুল আলিয়া বলেন: ভীত-সন্তরস্বত হয়ে। আবু সনিান বলেন: অন্তররে অনবির্য় ভয়কে বলা হয়- খুশু; যে ভয় কখনো অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। মুজাহিদি থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, অর্থাৎ বর্ণিত হয়ে। হাসান, কাতাদা ও আল-দাহহাক বলেন: আল্লাহর প্রতি অবনত হয়ে। উল্লেখিত উক্তগুলো প্রত্যেকেটি একটি অপরটির কাছাকাছি।[তফসিরে ইবনে কাছরি (৫/৩৭০)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

“এ আলোচনা থেকে ঐ ব্যক্তির কথার অস্পষ্টতা ফুটে উঠে, যিনি বলেন: ‘আমি জান্নাতের লোভে কথিবা জাহান্নামের ভয়ে আপনার ইবাদত করছি না; বরং আমি আপনার দর্শনের লোভে আপনার ইবাদত করছি।’ কারণ এ ব্যক্তিও তার অনুসারীরা ধারণা করছে যে, জান্নাত বলতে শুধু পানাহার, পরচ্ছদে, বয়সোদী ইত্যাদি মাখলুকাতকে উপভোগ করা বুঝায়। এ বিশ্বাসের কারণে জনকৈ পীর আল্লাহর বাণী “তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায়, আর কেউ আখরোত চায়” শুনলে বলেন: “তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহকে চায়” সেটোর উল্লেখ কোথায়?! এ পীরের এমন উক্তি গলদ। অপর এক পীর আল্লাহ তাআলার বাণী: “নিশ্চয় আল্লাহ মুমনিদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন” শুনলে বলেন: “যদি জান্নাতের মূল্য হয় জান ও মাল তাহলে আল্লাহর দদিররে উল্লেখ কোথায়?!”

তাদের এ উক্তগুলোর কারণ হল- তারা মনে করছেন যে, জান্নাতের নয়োমতের মধ্যে আল্লাহর দদির থাকবে না। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে- সকল নয়োমতের আধার হচ্ছে- জান্নাত। এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়োমত হচ্ছে- আল্লাহর চহোরা দেখা। জান্নাতে এ নয়োমত পাওয়া যাবে। এর সপক্ষে অনেকে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। অনুরূপভাবে জাহান্নামবাসী তাদের রবকে দেখতে পাবে না। তবে এ উক্তিকার যদি তার কথার মর্মার্থটি বুঝতেন; এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে- আপনি যদি জাহান্নাম ও জান্নাত সৃষ্টি নাও করতেন তবুও আপনার ইবাদত করা, আপনার নকৈট্য হাছলি করা আবশ্যিক হত। এখানে জান্নাত দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে স্থানে আল্লাহর সৃষ্টিকে ভোগ করা হবে।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৬২, ৬৩)]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: প্রকৃতপক্ষে- জান্নাত শুধুমাত্র গাছগাছালি, ফলফলাদি, খাদ্য ও পানীয়, ডাগরচোখা হুর, নদীবার্ণা, প্রাসাদ ইত্যাদির নাম নয়। অধিকাংশ মানুষ জান্নাতের ব্যাপারে ভুল করে থাকে। বরং জান্নাত হচ্ছে- সাধারণ ও পরিপূর্ণ নয়োমতের স্থান। জান্নাতের সবচেয়ে উত্তম নয়োমত হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার চহোরা মুবারক দর্শন, তাঁর বাণী শ্রবণ, তাঁর নকৈট্য ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে চক্ষু শীতলকরণ। এ নয়োমতের সাথে পানাহার ও পোষাকাদির নয়োমতের তুলনা চলে না। কারণে প্রতি ‘আল্লাহর সন্তুষ্টি’ এর সর্বনমিন পর্যায় জান্নাতের অন্যসব নয়োমত থেকে অনেকে বড়। যমেনটি



আল্লাহ তাআলা বলছেন: “বস্তুতঃ এ সমুদয়রে মাঝে সবচয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৭২] এখানে হ্যাঁ-বোধক বাক্যে **رضوان** শব্দটিকে ‘নাকরো’ (অনর্দিষ্ট) আনা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দার প্রতি তাঁর যত্নে কোন প্রকারে সন্তুষ্টি সঠিক জান্নাতের চয়েও বড়। কবি বলেন:

আপনার পক্ষ থেকে অল্পই আমাকে তুষ্ট করবে... কিন্তু আপনার অল্পকে অল্প বলা যায় না।

আল্লাহর দদির এর ব্যাপারে হাদিসে এসছে- “আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাদরেকে তাঁর চহোরা দর্শনের চয়ে প্রিয় কিছু দনেরি।” অপর এক হাদিসে এসছে- “যখন তিনি তাদরেকে দেখো দবিনে এবং তারা সরাসরি তাঁর চহোরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখে তারা অন্য যসেব নয়ামতের মধ্যে আছে সেগুলোর কথা ভুলে যাবে, বখেয়োল হয়ে যাবে এবং সে সবরে দিকে দৃষ্টিও ফলেবে না।”

কোন সন্দহে নহে বিষয়টি এমনই। মানুষের চিন্তায় ও কল্পনায় যা আসতে পারে এটি এর মধ্যে সবচয়ে উত্তম নয়ামত; বিশেষত যারা আল্লাহর ভালবাসায় অনুরক্ত তারা যখন ভালবাসার সাহচর্যে সফলকাম হবে। কারণ “ব্যক্তি যাকে ভালবাসে তার সাথে থাকবে”। এ বধিনের কোন ব্যতিক্রম নহে; বরং এটি সুনিশ্চিত। আর কোন নয়ামত, স্বাদ, চক্ষুশীতলতা ও সফলতায় সেই সাহচর্যের নয়ামত, স্বাদ ও চক্ষুশীতলতার চয়ে বড় হতে পারে। যে সত্তার চয়ে মহান, পরিপূর্ণ ও সুন্দর আর কিছু নহে তাঁর সাহচর্যের উপরে কি আর কোন চক্ষু শীতলতা আদৌ আছে?

আল্লাহর শপথ! এই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাণান্তকর সাধনা করছেন মাহবুবগণ এবং এই ঝান্ডার লক্ষ্য পানে ছুটে চলছেন আরফীনগণ। এটি জান্নাত ও জান্নাতী জীবনের রূহ। এর দ্বারা জান্নাত ধন্য হয়েছে। এর ভিত্তিতে জান্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং এ কথা কভিবে বলা যতে পারে যে, “জান্নাতের আশায় ও জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না?!”

একই রকম কথা জাহান্নামের ক্ষতেরেও প্রযোজ্য (আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে হফেযত করুন)। জাহান্নামীদের শাস্তির মধ্যে রয়েছে- আল্লাহর দদির থেকে বেঞ্ছতি হওয়া, আল্লাহর লাঞ্ছনা, ক্রোধ, অসন্তুষ্টির শিকার হওয়া এবং তাঁর তাদরেকে দূরে তাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি শাস্তি জাহান্নামের আগুনে তাদরে দহে ও রূহ পোড়ানোর চয়েও কঠনি। বরং তাদরে অন্তকরণে আগুনে দহন তাদরে দহেরে উপরেরে দহনকে অবধারিত করে দিয়েছে। তাদরে অন্তর থেকেই আগুন তাদরে দহে ছড়িয়েছে।

নবী-রাসূল, সদ্দিকীন, শূহাদা, সালহীন প্রত্যেকেই জান্নাত আকাঙ্ক্ষা করতেন এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইতেন। আল্লাহই আমাদের আশ্রয়। তাঁর উপরই আমরা নির্ভর করছি। কোন শক্তি ও সামর্থ্য নহে আল্লাহ ছাড়া। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিবাক।[মাদারজিল সালকীন (২/৮০,৮১)]



৫. এ উক্তটির উদ্দেশ্য হচ্ছে-জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টিকে হালকাভাবে দেখা। অথচ আল্লাহ তাআলা নজিহে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করছেন। জান্নাত ও জাহান্নামের জন্য এর অধিবাসীদেরকে প্রস্তুত করছেন। জান্নাতের মাধ্যমে জান্নাতবাসীকে ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন এবং জাহান্নামের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকূলকে তাঁর অবাধ্যতা থেকে ও কুফরী থেকে ভীতি প্রদর্শন করছেন।

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিহে আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইতেন এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তাঁর সাহাবীবর্গকে জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিতেন। এভাবে আলমেসমাজ ও ইবাদতগুজার ব্যক্তিরি ওয়ারশিসূত্রে এটি পয়েছেন। এর মধ্যে তারা আল্লাহর মহব্বতের কোন কমতি দেখেননি কিংবা তাদের ইবাদতের মর্যাদাতেও কোন ঘাটতি দেখেননি।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচয়ে বশেী দুআ করতেন “হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দনি, আখরোতেও কল্যাণ দনি এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান।”[সহি বুখারী (৬০২৬)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেন: আপনি নামাযে কি বলেন? তিনি বলেন: আমি তাশাহুদ পড়ি, এরপর আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে আমি আপনার চুপচুপি পাঠ কিংবা মুয়ায (অর্থাৎ ইবনে জাবাল) এর চুপচুপি পাঠেরে কিছুই বুঝি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমরাও একই রকম কিছু চুপসিারে পাঠ করি।”[সুনানে আবু দাউদ (৭৯২), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৮৪৭) এবং আলবানি সহি ইবনে মাজাহ গ্রন্থ হাদিসটিকে সহি বলছেন]

বারা ইবনে আযবে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন তুমি বহিনায় আসবে তখন নামাযের মত করে অজু কর। এরপর ডান কাতে শয়ন কর। এরপর বল: হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ আপনার কাছে সমর্পন করছি। আমার সকল সন্ধিন্ত আপনার কাছে অর্পন করছি। আগ্রহ ও ভয় নিয়ে আমার পঠি আপনার কাছে পশে করছি (আপনার উপর নির্ভর করছি)। আপনি ছাড়া আপনার কাছে আশ্রয় কিংবা আপনার কাছ থেকে মুক্তি দায়ের কটে নই। আমি আপনার নাযলিক্ত কতিব ও প্রেরতি নবীর উপর ঈমান এনছি। তুমি যদি এ অবস্থায় মারা যাও তাহলে তুমি ফতিরতরে উপর (তথা ইসলামের উপর) মারা গলে। তাই তোমার সর্বশষে কথা যনে এ বাক্যগুলো হয়।”[সহি বুখারী (৫৯৫২) ও সহি মুসলমি (২৭১০)]

শাইখ তক্বী উদ্দনি সুবকী (রহঃ) বলেন:

ইবাদতগুজার ব্যক্তগিগি নানা ধরণেরে হয়ে থাকে। কটে আছেন আল্লাহর ইবাদত করনে তাঁর সততার কারণে। তিনি যদি জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি নাও করতেনে তবু তিনিই ইবাদতেরে হকদার- এ বশ্বাসেরে কারণে? এটি সেই উক্তকিরেরে উক্তরি



ভাব যিনি বলেন: ‘আমরা আপনার শাস্তির ভয়ে আপনার ইবাদত করছি না এবং আপনার জান্নাতের লোভেও ইবাদত করছি না। বরং আমরা আপনার ইবাদত করছি আপনি ইবাদত পাওয়ার হকদার হওয়ার কারণে। তা সত্যভাবে এই উক্তিকারক আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিন্তু কিছু লোক না জানে মনে করে যে, তিনি এমন কোন দুআ করেন না। এটি অজ্ঞতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে না এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে না সে সুন্নাহ বিরোধী আমল করে। কারণ জান্নাত প্রার্থনা করা ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। এবং আরকেট দিললি হচ্ছে- ঐ লোকের কথা যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল: সে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এবং আরও বলল যে, আমি আপনার চুপসিরে পাঠ ও মুয়ায (রাঃ) এর চুপসিরে পাঠেরে কিছুই বুঝি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমরাও চুপসিরে এ বিষয়ক দুআ পড়ি।

পূর্বপর সকলের নতো তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন এরপরও যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি ধকোবাজ মূর্খ।

আহলে সুন্নাহর আদব হচ্ছে- চারটি; যগুলো না হলে নয়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ। আল্লাহর কাছে দৈন্যতা প্রকাশ। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর ধৈর্য ধারণ করা। যমেনটি বলছেন, সাহল বনি আব্দুল্লাহ আল-তাসাত্তুরি এবং তিনি ঠিকিই বলছেন। [সুবকীর ফতোয়াসমগ্র (২/৫৬০)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ):

আল্লাহ তাঁর ওলদদের জন্ম যা কিছু প্রস্তুত রেখেছেন সটো জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সাক্ষাৎ পাওয়া জান্নাতের নয়ামত। তাই সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতেন এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইতেন। যখন তিনি তাঁর জনকে সাহাবীকে জিজ্ঞাসে করলেন সে নামাযে কি বলবে? তখন সে বলল: আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আপনার চুপসিরে পাঠ কথিবা মুয়াজেরে চুপসিরে পাঠেরে কিছুই জানি না। তখন তিনি বললেন: আমরাও এ রকম কিছুই চুপসিরে পাঠ করি। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/২৪১)]

৭. যে ব্যক্তি ভয় ও আশা ব্যতীত শুধু ভালবাসা থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে চায় তার দ্বীনদারি আশংকাজনক অবস্থায় আছে। সে ব্যক্তি চরম পর্যায়ে বদাতী। এমনকি সে মুসলিম মিল্লাত থেকেও বেরিয়ে যেতে পারে। বড় বড় ইসলামবদ্বৈরা বলত: আমরা ভালবাসা থেকে আল্লাহর ইবাদত করি। যদি এটি আমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যায় তবুও!! তাদের কটে কটে বিশ্বাস করত নছিক ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভ করা যায়। এদিক থেকে এটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন: “ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তাদেরকে পাপেরে বনিমিয়ে শাস্তি দিবেনে কেন? বরং তাদের অন্যান্য সৃষ্ট



মানবরে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্షমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভমেণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাভর্তন করতে হবে।” [সূরা মায়াদা, আয়াত: ১৮]

তর্কি উদ্দনি সুবর্কি (রহঃ) বলেন:

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি শুধু ভালবাসা থেকে আল্লাহর ইবাদত করে তার অজ্ঞতা এর চয়ে বশোঁ। সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর কাছে তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এর মাধ্যমে সে দাসত্বের দুর্বলতা, নক্షিতা ও জলিলতা থেকে ভালবাসার শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। যনে সে নিজের ব্যাপারে নরিপদ। যনে সে তার রবের কাছ থেকে প্রতশ্রুতি পয়েছে যে, সে শুধু ডানপন্থী নয়; বরং মুকাররবীন (নকৈট্যশীল) এর অন্তর্ভুক্ত। কক্ষনটো নয়; বরং সে সর্বনমিন স্তরে একজন।

বান্দার কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহর সাথে শষ্টিচার রক্ষা করা, আল্লাহর সামনে নিজেকে তুচ্ছ, নগন্য ও ছোট মনে করা, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা। আল্লাহর প্রতশিোধ থেকে নিজেকে নরিপদ মনে না করা। আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করা। তাঁর সাহায্য চাওয়া। নিজের প্রবৃত্তির বন্দিধেও আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। অনকে চষ্টি সাধনা করে ইবাদত করার পরেও এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ! আপনার ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করতে পারনি। নিজের দুর্বলতার স্বীকারকোক্তি দয়ো। নামাযে যসেব দুর্বলতা হয় সগেলোর দকি ইঙ্গতি করে নামাযগুলোর শেষে ইস্তগিফার করা। শেষে রাতে দীর্ঘসময় ধরে কয়ামুল লাইল আদায় করার পর এর মধ্যে যসেব ত্রুটি হয়েছে সগেলোর দকি ইঙ্গতি করে ইস্তগিফার করা। আর যে ব্যক্তি আদটো কয়ামুল লাইল করেনি তার অবস্থা কমন হওয়া চাই?! [ফাতাওয়াস সুবর্কি (২/৫৬০)]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন:

(وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا) (অর্থ- ভয় ও আগ্রহ নিয়ে তাঁকে ডাক) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ নরিদশে দচ্ছনে যনে মানুষ সতর্ক থাকে, ভীত থাকে এবং আল্লাহর প্রত্যাশাবাদী থাকে। মানুষের মধ্যে ভয় ও আশা যনে একটী পাখরি দুটো ডানার মতো। যে ডানাদ্বয় তাকে সরল পথে অবচিল রাখবে। যদি কটে শুধু একটী ডানার উপর নরিভর করে তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিনি যে, আমি অত্যন্ত ক্షমাশীল ও দয়ালু। এবং এটাও জানিয়ে দিনি যে, আমার শাস্তি বড় যন্ত্রনাদায়ক। [সূরা হজির, আয়াত: ৪৯, ৫০] [তাফসরি কুরতুবী, (৭/২২৭)]

প্রয়ি ভাই, আপনার অপরহির্য কর্তব্য হচ্ছে- আপনার ইবাদত বন্দগৌর ক্షতেরে নবীগণ ও পূর্ববর্তী নকেকারদের পথ অনুসরণ করা। আল্লাহ আপনার উপর যসেব ইবাদত পালন করা ফরজ করছেন সগেলো আল্লাহ যতোবে পালন করা পছন্দ করেনে সতোবে পালন করা। এ ইবাদতগুলো আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য হাছলি, তিনি আমলকারীদের জন্য যে সওয়াব প্রস্তুত রেখেছেন সে সওয়াবের প্রত্যাশা করা এবং কোন ইবাদত পালন বাদ গলে কেথিবা পালনে কোন ত্রুটি হলে সে জন্য আল্লাহর শাস্তরি ভয়ে ভীত থাকা। যে ব্যক্তি দাবী করে যে, সে আল্লাহকে ভালবাসে সে যনে আল্লাহকে দেখায় যে, সে তাঁর



নবীর অনুসরণ করে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দিবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ಷমাশীল ও দয়ালু।”[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

আল্লাহই ভাল জানেন।